

নীতীশ প্রসঙ্গে যুক্তি দিল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ নীতীশরঞ্জন বর্মণ! ২০২৫-এর এসএসসি-র একাদশ দ্বাদশের ফলপ্রকাশ হতেই এই নাম এখন খবরের শিরোনামে। আরও একবার এই নাম এসেছিল শিরোনামে। কারণ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি ‘দাগী’দের যে তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতে নাম ছিল নীতীশরঞ্জনের। সেই নীতীশের নামই এবার একাদশ দ্বাদশে যারা ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেয়েছেন, সেই তালিকায়। ‘দাগী’ হয়েও কীভাবে বসলেন পরীক্ষায়? স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন বিতর্কের অবকাশ রাখেনি। এই বিতর্কে জল গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্টেও। আইনজীবী ফিরদৌস শামিম আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে মামলা গৃহীত হয়েছে। এবার এই নিয়ে মুখ খুলল এসএসসি। এসএসসি-র বক্তব্য, স্কুল সার্ভিস কমিশন জানিয়েছে, এই বছর ৩



এপ্রিল সম্মানীয় সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচ্য যে কোন প্রার্থী যদি এত সতর্কতা সহজেও দাগী হয়ে সুযোগ পেয়ে যান, তাহলে ভেরিফিকেশন করার সময় অবশ্যই তাকে বাদ দেওয়া হবে। সেই ক্ষমতা সব সময় স্কুল সার্ভিস কমিশনের হাতে আছে। উল্লেখ্য, নীতীশের এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন তাঁর স্ত্রীও। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা চলছে নীতীশের। তিনিই প্রথম ফোন করেন আইনজীবী ফিরদৌস শামিমকে। শামিমের দাবি, অযোগ্য হয়েও নীতীশ রঞ্জন বর্মণ নামে এক চাকরিপ্রার্থী বসেছেন পরীক্ষায়। একই অভিযোগ করেছেন খোদ নীতীশের স্ত্রীও। শুধু পরীক্ষায় বসা দূর, ডাক পেয়েছেন ভেরিফিকেশনেরও। বিষয়টি নিয়ে রবিবার দিনভর এই বিষয়টি নিয়ে জলখোলা হতে থাকে। পরিবারের তরফ থেকেও ‘বিশেষভাবে সক্ষম’ এই বিষয়টিকেই তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষভাবে সক্ষমদের বয়স ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিয়েছিল হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য একজনও দাগীকেও পরীক্ষায় না বসতে দেওয়ার নিদান দিয়েছে। সে ক্ষেত্রে ‘অন্যান্য ছাড়’ মানে কি দাগী প্রার্থীকেও ছাড়? এ কথা কোথাও খোলসা করে বলা নেই। আইনের এই ফাঁক কি কাজে লাগল নীতীশের? আইনজীবীরা অবশ্য তা মানছেন না। আইনজীবীদের একাংশের বক্তব্য, একজনও দাগী প্রার্থী বসবে না, এর অর্থ যা দাঁড়ায়, তাতে নীতীশের বসার কথা নয়।

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা ও নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বরঃ মানবতা বিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলেন শেখ হাসিনা। তাঁকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হল। বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এবং বাংলাদেশ পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকেও এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তিনজনের বিরুদ্ধেই গণহত্যার অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। তিন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয় বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে। তাঁকে ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়। প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানকেও ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ পুলিশের প্রাক্তন আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন যেহেতু এই মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছিলেন, তাই তাঁকে ৫ বছরের সাজা দেওয়া হল। শেখ হাসিনাই বাংলাদেশের প্রথম প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মোট তিনটি অভিযোগের

সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। দুটি অভিযোগে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। একটি অভিযোগে যাবজ্জীবন সাজা দেওয়া হয়েছে। হাসিনার বিরুদ্ধে ড্রেন, হেলিকপ্টার ও মারণ অস্ত্র ব্যবহার করে গণহত্যার নির্দেশ দেওয়া, রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাদ্দিকে গুলি করে হত্যা এবং ঢাকার চানখারপুল এলাকায় আন্দোলনরত ছয়জনকে গুলি করে হত্যা এবং আশুলিয়ায় ছয়জনকে পুড়িয়ে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়ার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। আসাদুজ্জামানকেও দুটি অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পদে থেকেও অপরাধ চোকাতে ব্যর্থ হয়েছেন হাসিনা, এ দিন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে সে কথা উল্লেখ করা হয়। হাসিনা ও আসাদুজ্জামানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মৃত্যুদণ্ডের রায়কে প্রহসনের বিচার বললেন



প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর কথায়, এই রায়ে ‘কারসাজি করা হয়েছে’, ‘আগেই ঠিক করে রাখা ছিল।’ তা ছাড়া এই রায়কে ‘গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেটহীন সরকারের সিদ্ধান্ত’ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। রায় ঘোষণার

পর ভারত থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করেন-‘তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়নি। ৭৮ বছর বয়সী শেখ হাসিনা ২০২৪ সালের আগস্টে সরকার পতনের পর থেকেই

ভারতে রয়েছেন। ছাত্রনেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ড ও মানবতাবিরোধী অপরাধে ‘উস্কানি’, ‘গণহত্যার’ নির্দেশ দেওয়া এবং ‘নৃশংসতা চোকাতে ব্যর্থ’-এই তিন অভিযোগে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। ঢাকার ভিড়ে ঠাসা আদালতে বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদার রায় পড়তে শুরু করতেনই উল্লাসে ফেটে পড়েন উপস্থিতরা। তিনি বলেন, ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে। রায়টি সরাসরি সম্প্রচার করা হয় জাতীয় টেলিভিশনে-যা দেশজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। এই রায়ের প্রেক্ষাপটে ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বাড়তে পারে বলে মত বিশ্লেষকদের। রায় ঘোষণার আগে ও পরে প্রকাশিত বিবৃতিতে শেখ

হাসিনা বলেন, ‘‘আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, এটি পক্ষপাতদুষ্ট ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রায়।’’ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, ‘‘একটি অনিবার্চিত সরকার-যার জনগণের কোনো ম্যান্ডেট নেই-তারা বেআইনি ট্রাইব্যুনাল বসিয়ে বিচার করছে। সঠিক, নিরপেক্ষ আদালতের সামনে দাঁড়াতে আমি ভয় পাই না। যেখানে প্রমাণ নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করা হবে।’’ ঢাকা আদালতের ঐতিহাসিক এই রায়কে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের রাজনীতি যে নতুন এক সংকটময় পর্বে প্রবেশ করেছে-এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এর প্রতিবাদও নিশ্চিত ভাবেই হবে। সে ব্যাপারে এদিনই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লিগের নেতারা। যার অর্থ পরিষ্কার। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে ফের অস্থিরতা তৈরি হতে চলেছে।

পাহাড়ে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ! মোদিকে কড়া চিঠি মমতার, ‘রাজ্যের অধিকারে ধাক্কা’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ দার্জিলিং পাহাড়ে গোরখা সংক্রান্ত বিষয় দেখতে একজন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসারকে ইন্টারলোকিউটার হিসেবে নিয়োগ করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই ফের প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কঠোর ভাষায় চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৭ নভেম্বরের এই চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ-রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই কেন্দ্র একতরফাভাবে এই নিয়োগ করেছে। কেন্দ্রকে পাঠানো চিঠিতে মমতা জানিয়েছেন, তিনি ১৮ অক্টোবরই প্রধানমন্ত্রীকে এ বিষয়ে প্রথম চিঠি পাঠিয়েছিলেন এবং পদক্ষেপ পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কোনও প্রতিক্রিয়া তো মিলেইনি, বরং ১০ নভেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়-ইন্টারলোকিউটারের অফিস ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘‘এই আচরণ সত্যিই বিস্ময়কর ও উদ্বেগজনক।’’ এ ব্যাপারে মমতার ‘স্পষ্ট বক্তব্য, দার্জিলিং রাজ্যেরই বিষয়, কেন্দ্রের নয়। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে দার্জিলিং, কালিম্পং ও কাশিপুর পশ্চিমবঙ্গের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গোরখা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) অ্যাক্ট, ২০১১ অনুযায়ী পাহাড়ের প্রশাসনিক বিষয় রাজ্যের অধীনেই

পড়ে। সেই আইনে ‘সরকার, বলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই বোঝায়। তাই পাহাড়ের বিষয়ে ইন্টারলোকিউটার নিয়োগ করার মতো ক্ষমতা কেন্দ্রের নেই বলেও চিঠিতে স্পষ্ট লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে তিনি আরও বলেন-‘‘এই সিদ্ধান্ত আইনবিরূত, সংবিধানের পরিপন্থী এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগ।’’

মমতার মতে, কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ শুধু আইনি কাঠামো ভাঙছে না, বরং দার্জিলিং পাহাড়ে দীর্ঘদিনের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে অস্থিতিশীল করে তোলার সম্ভাবনাও তৈরি করছে। তিনি দাবি করেছেন, ২০১১ সালের পর থেকে পাহাড়ে যেভাবে শান্তি ও উন্নয়ন এগিয়েছে, তা রাজনৈতিক স্বার্থে বাধাগ্রস্ত করতে চাইছে কেন্দ্র। সুত্রের খবর, কেন্দ্রকে পাঠানো চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী এও লেখেন, ‘রাজ্যের আইনগত অধিকার যেখানে স্পষ্টভাবে নির্ধারিত, সেখানে কেন্দ্রের এমন হস্তক্ষেপ দেশের ফেডারেল কাঠামোর প্রতি আঘাত।’ তিনি মনে করেন, এই সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের ক্ষমতা খর্ব করার স্পষ্ট চেষ্টা। একই সঙ্গে চিঠির শেষে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন, ‘অবিলম্বে এই একতরফা এবং অসাংবিধানিক পদক্ষেপ প্রত্যাহার করুন।’ এখন দেখার কেন্দ্র এ ব্যাপারে কী পদক্ষেপ করে।



সিইও দফতরে বিএলওদের বিক্ষোভ! ডেটা এন্ট্রির বাড়তি চাপ, মানসিক হেনস্থার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ বিএলওদের উপর বাড়তি দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ফের রাস্তায় নেমে আন্দোলনে নামছেন শিক্ষাকর্মীদের একাংশ। অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ ডেটা এন্ট্রির কাজ, শিক্ষা বহির্ভূত ডিউটির বোঝা, শারীরিক-মানসিক চাপ-সব মিলিয়ে ক্ষোভ তুলে। সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশেই সোমবার কলকাতায় সিইও

দফতর অভিযান, বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি গ্রহণ করল শিক্ষা অনুরাগী একাংশের বিএলও শাখা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এসআইআর-এর ফর্ম জমা দেওয়ার সময়সীমা অত্যন্ত কম। সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে। পাশাপাশি যেকোনও অন-ডিউটির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট লিখিত নোটিস বাধ্যতামূলক করার দাবি তুলেছেন তাঁরা। বিক্ষোভস্থলে উঠে

আসছে আরেকটি অভিযোগও, অতিরিক্ত কাজের চাপে বহু বিএলও শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। শিক্ষা বহির্ভূত দায়িত্ব, একের পর এক জরুরি নির্দেশ, সময়সীমার চাপ-সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অসহনীয় হয়ে উঠেছে বলে দাবি কর্মীদের। এদিন শিক্ষা অনুরাগী একাংশের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, ‘‘অবিলম্বে বিএলওদের ওপরে অতিরিক্ত চাপ কমাতে হবে। প্রতিটি দায়িত্বের জন্য স্পষ্ট নির্দেশ ও পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। নাহলে এইভাবে কাজ করা অসম্ভব।’’ কর্মসূচিতে উপস্থিত শিক্ষাকর্মীরা জানান, যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা। এখন খোঁধার এ ব্যাপারে কমিশন কী করে।



উঠেছে। এই টাকা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কী উদ্দেশ্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, লগ্নি নিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। গত সপ্তাহেও ইডি-র অভিযানে

কলকাতার বুক থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার হয়। যদিও তা অন্য কারণে। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তারাতলায় এক বাবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডি তদন্তকারীরা। বাড়ি থেকে বিপুল অক্ষের টাকা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। বেলেঘাটা-সহ



আপনার প্রিয়জনেরের আজই নামাঙ্কিত ক’রে ওদের ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করুন



নামাঙ্কন-প্রক্রিয়া আশ্বাস দেয় যে প্রিয়জনেরা আপনার অবর্তমানে আপনার আর্থিক সম্পদ গ্রহণ করতে পারবেন, কোনো বুটবামেলা ছাড়াই

- আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, লকার ও অন্যান্য আর্থিক সম্পদের জন্যে আপনার নামাঙ্কন নথিভুক্ত করান
- নামাঙ্কনের বিবরণ ব্যাঙ্ক থেকে যাচিয়ে নেওয়া যেতে পারে



আরবিআই একথা বলে...
**জেনে রাখুন,
সতর্ক থাকুন!**



আরো জানতে হ’লে,
এখানে দেখুন <https://rbikehtaha.rbi.org.in/nf>
মতামতের জন্যে,
এখানে লিখে জানান rbikehtahai@rbi.org.in



জনস্বার্থে প্রচার করছে
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ নভেম্বরঃ ভোটমুখী বাংলায় গাড়িতে টাকার পাহাড়। নারায়ণপুরের আকাঙ্ক্ষা মোড়ে গাড়িতে উদ্ধার পাঁচ কোটি টাকা। গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে বেঙ্গল এসটিএফ। ঘটনায় প্রেক্ষভার করা হয়েছে গাড়ির মালিক-সহ ২ জনকে। গোয়েন্দাদের অনুমান, নিউটাউন থেকেই টাকা আনা হচ্ছিল। টাকার উৎসের সন্ধানে বেঙ্গল এসটিএফ। সোমবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। গাড়ি চেকিংয়ের সময়েই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ টাকা। জানা গিয়েছে, গাড়ি থেকে পাঁচ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। বাংলায় এখন জোর কদমে চলছে এসআইআর। তার মধ্যেই ছাব্বিশের নির্বাচনের বাড়ি বেজে গিয়েছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের টিমও কিছুদিন আগে বাংলা থেকে

ঘুরে গিয়েছে। তার মধ্যেই হঠাৎ করে এত বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধারে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন

মামলায় তারাতলায় এক বাবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডি তদন্তকারীরা। বাড়ি থেকে বিপুল অক্ষের টাকা উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। বেলেঘাটা-সহ

কলকাতার আরও চারটি জায়গায় তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। ৭৫ নম্বর হেমচন্দ্র নন্দার রোডে থাকা একটি বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। প্রায় ৬ জন আধিকারিক তল্লাশি চালান। চলতি মাসের শুরুতেও কলকাতার অন্তত ১০টি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। সন্টলেক সেক্টর ওয়ানেও চলে তল্লাশি। কিন্তু এবারের উদ্ধার হওয়ায় টাকার নেপথ্যে আসে কোনও দুর্নীতি না অন্য কোনও চক্র সক্রিয়, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এবার এসটিএফ-এর হাতে ধরা পড়া অগাধ টাকার পাহাড় নতুন প্রশ্ন তুলছে-এবার কি ভোটের আগে নতুন কোনও চক্র সক্রিয়? নাকি অন্য কোনও দুর্নীতির ছায়া লুকিয়ে আছে?

লালা লাজপত রায়ের প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধা অমিত শাহর



নয়াদিিল্লি, ১৭ নভেম্বর : পঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায় তার বিপ্লবী ধারণা দিয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে গতি দিয়েছিলেন। সোমবার এক্স হ্যান্ডলে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, লালা লাজপত রায় দরিদ্র, কৃষক এবং যুবকদের সংগঠিত করেছিলেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমস্ত বিপ্লবের জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।ব্রিটিশদের শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আত্মত্যাগ খণ্ডিত স্বাধীনতার সগ্রামকে একীভব করে স্বাধীনতার এক মনন শিখায়।রূপান্তরিত করেছিল। লালা লাজপত রায়ের আত্মনিবেদন দিবসে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে আটক বাংলাদেশি ট্রলার

ফ্রে জারগঞ্জ, ১৭ নভেম্বর : বঙ্গোপসাগরে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে ফের আটক করা হল আরও একটি বাংলাদেশি ট্রলার। এবারের ট্রলারের নাম ‘ মায়ের সোনা’। সংশ্লিষ্ট ট্রলারটিতে ২৬ জন মৎস্যজীবী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।রবিবার বিকেলে উপকূল রক্ষী বাহিনীর উহলদারি জাহাজ বাংলাদেশি ট্রলারটিকে আটক করে। তারপর রাতে আটক ট্রলার সহ মৎস্যজীবীদের ফ্রে জারগঞ্জ মসাবন্দরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাদের ফ্রেজারগুজ উপকূল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। শুধুদেরকে ফ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। সোমবার বুতদের কান্দীপ মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।উল্লেখ্য, একইরকমভাবে শনিবার গভীর রাতে একটি ট্রলার সহ ২১ জন বাংলাদেশিকে আটক করেছিল উপকূলরক্ষী বাহিনী। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা কাটা়র আগেই আবারও ট্রলার সহ ইতারিগি ধরা পড়ায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক জলসীমায়।পুলিশ জানিয়েছে, ট্রলারগুলোর নৌ-রুট, যন্ত্রপাতি এবং নেভিগেশন সিস্টেমও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশে উত্তপ্ত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে জলপথে অনুপ্রবেশে আটকাতে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমানার নিরাপত্তা আরও কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর।

অনশন মধ্যে অসুস্থ সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৭ নভেম্বর : সোমবার দুপুরে অনশন মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঞ্চালিপতি তথা কুমিলের রাজসভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর। প্রথমে তার অনশন মধ্যে স্যালাইন্ড দেওয়া হয়। শারিরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে বর্নগা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসআইআর এবং সিএএ-র বিরোধিতা করে মতুয়া ভক্তরা ঠাকুরদায়ের মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে আমরণ অনশন করছিলেন। মমতা অসুস্থ হওয়ার পর তাঁর ফলের রস খাইয়ে অনশন ভঙ্গ করানো হয়। পরে অনশন তুলে নেওয়ার কথা জানান মতুয়ারা। দীর্ঘক্ষণ অনশন মধ্যে অবস্থান, গরম ও শারিরিক পরিশ্রান্তি জেরে তাঁর রক্তচাপ নেমে যায় বলে জানা গেছে। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকরা এগিয়ে এসে মঞ্চেই স্যালাইন্ডের ব্যবস্থা করেন। এদিন বিকেলে অনশন ভঙ্গ করার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তার আগেই এই অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি আন্দোলনকারীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করে। মতুয়া মহাসংঘের কর্মী-সমর্থকরা মমতা বালা ঠাকুরের পাশে জোঁ হয়ে তার শারিরিক অবস্থার জটিলতার রাখছেন।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এক্‌টই এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্যত ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও দাবী রাখেন না। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাননগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোষণা ভারতসরকারের পেশাদার ব্রহ্ম ব্রাঞ্জেব নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিহারের ঐতিহাসিক রায়কে সম্মান, নতুন বিকাশযাত্রার প্রতিশ্রুতি মোদীর-জয়ের পর প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বার্তা

নিয়াদিিল্লি, ১৭ নভেম্বর :বহার বিধানসভা নির্বাচনে ফলাফল স্পষ্ট হতেই রাজনৈতিক অঙ্গনে যেমন আলোড়ন শুরু হয়েছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখা গিয়েছে উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ। এই উচ্ছ্বাসের চেউ পৌঁছে গিয়েছে দিল্লিতেও। ফল ঘোষণার কিছুক্ষণের মধ্যেই সমাজমাধ্যমে একটি আবেগঘন বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্্র মোদী। তাঁর সেই বার্তায় উঠে এসেছে বিহারের মানুষের ওপর অগাধ আস্থা, গণতন্ত্রের শক্তিতে গভীর বিশ্বাস এবং আগামী দিনের উন্নয়ন-পরিচল্লনার রূপরেখা।প্রধানমন্ত্রী নিজের বার্তায় প্রথমেই বিহারবাসীকে মন্যবাদ জানান। তিনি লেখেন, মানুষের রায় শুধু একটি রাজনৈতিক ফল নয়, এটি একটি বিশ্বাসের স্বীকৃতি। এই রায় সুশাসন, বিকাশ, জনকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জয়-এমনটাই জানিয়েছেন মোদী। তাঁর কথায়, বিহারের ভোটাররা প্রমাণ করলেন যে উন্নয়নমূলক শাসনব্যবস্থাই আজকের রাজনীতির প্রথম শর্ত, এবং মানুষ সেই ব্যবস্থাকেই পুনরায় দায়িত্বভার দিতে চায়, যেখন থেকে তারা আশ্রাস ও কাজ-দুটোই পেয়ে থাকেন। তিনি এই জয়কে ‘এবং অভূতপূর্ব’ বলে বর্ণনা করেছেন, কারণ এটি শুধু সংখ্যার নিরিখে নয়, বার্তার নিরিখেও যুগান্তকারী বলে মনে প্রধানমন্ত্রীর।মোদী মনে করিয়ে দেন, এই ফলাফলের মাধ্যমে ভোটাররা যে আস্থা প্রকাশ করেছেন, তা আগামী দিনের যাত্রাপথকে আরও দৃঢ় করে। তাঁর বক্তব্য, এই জয় আমাদের নতুন করে শক্তি জোগাবে, নতুন করে দায়িত্বের অনুভূতি বাড়াবে এবং বিহারের জন্য আরও বিস্তৃত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রেরণা দেবে। মানুষের বিশ্বাসই একটি সরকারের সময়েব র। ভিত্তি-এ কথাও উল্লেখ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী তাঁর শুভ্বেচ্ছা ব্যতী়ে এনডিএ-র সব শরিক নেতাদেরও অভিনন্দন জানান। নীতীশ কুমার, চিরাগ পাসওয়ান, জিতনরাম মারি

বাতাসের বিষাক্ত আবরণে ঢাকা রাজধানী, দিল্লির একিউআই ফের ৪০০ পেরিয়ে ‘গুরুতর’

নয়াদিিল্লি, ১৭ নভেম্বর : দিল্লির আকাশ যেন আবারও অশুশ কোনও ঘনদের ইঙ্গিত দিচ্ছে। যা ছমছমে বন কুয়াশা আর থোয়ারি আন্তরণে ঢেকে যাচ্ছে রাজধানীর রাজপথ। ভোরবেলা শহরের রাস্তায় বেরোলে কবলই ধূসর অন্ধকার-চোখ ছালা, গলা খুশখুশ, শ্বাসকষ্ট, আর এক অদ্ভুত দন্দবন্ধ অনুভূতি। চিকিএমনই পরিস্থিতি আবারও গ্রাস করেছে ভারতের রাজধানীকে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সর্বশেষ হিসেব আরও উদ্বেগ বাড়িয়েছে। সোমবার সকালে বাওয়ানা অঞ্চলে একিউআই ফুয়েছে ৪২-৭-যা সরাসরি ‘সুত্তরের অন্তর্গত। এ মানে, দিল্লির বাতাস এখন গিলতে গেলেই শরীরে ওপর সরাসরি আঘাত করছে।গত সপ্তাহ থেকেই রাজধানীতে চালু রয়েছে গ্রেডেড সেপপল আকশন প্ল্যান বা গ্র্যাপ-৬। মূলত দূষণ নিয়ন্ত্রণের জরুরি ব্যবস্থা হিসেবে এই পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়। নির্মাণকাজ বন্ধ



ও উপেন্দ্ৰ কুশওয়াহা-এই চার নেতার ভূমিকা বিশেষভাবে স্মরণ করেন মোদী। তিনি জানান, এই সম্মিলিত লাই, একতের শক্তি এবং ভোটারদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মনোভাবই এনডিএ-কে আরও শক্তিশালী করেছে। তিনি বলেন, জোটের ভিত্তি আরও দৃঢ়, এবং আগামী দিনে এই জোটই বিহারের উন্নয়নপথকে আরও সুসংহত করে তুলবে।এর পাশাপাশি, মোদী তাঁর বার্তায় এনডিএ-র আগামীয় পরিকল্পনার দিকনির্দেশও দেন। তিনি লেখেন, বিহারের উন্নয়নকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে আগামী বছরগুলিতে সরকার নিরলসভাবে এখনি।মোদী উল্লেখ করেন, বিহারের প্রতটি ক্ষেত্রেও আধুনিকতার ছোঁয়ায় বদলে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। শুধু তাই নয়, বিহারের সংস্কৃতিকে নতুন পরিচয় দেওয়ার কথাও বলেন তিনি। তাঁর মতে, বিহারের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং গৌরবকে দেশ-বিদেশে আরও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার সময় এখনই।মোদী উল্লেখ করেন, বিহারের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যকে আরও সুরক্ষিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি জানান,

কে পুরম-৩৬৬, আইটিও-৩৯৪, পাঞ্জাবি বাগ-৩৮৪, পাটয়ারগঞ্জ-৬৬৯, পুসা-৩৬৫ এবং আনন্দ বিহারে ৬৮৬ একিউআই রেকর্ড করা হয়েছে। এই সমস্ত এলাকা ‘খারাপ’ অথবা ‘সুত্তরের মধ্যে পড়ছে। এর ফলে জনজীবন একেবারে বিপর্যস্ত হওয়া সময়ের অপেক্ষা মাত্র। বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন দূষণ দীর্ঘ সময় ধরে চললে শ্বাসরোগের সমস্যা, হাটের রোগ, চোখের সমস্যা এবং ফুসফুসে স্থায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা তীব্র হয়ে পড়ে।দিল্লির দূষণের এই চিত্র নতুন নয়। প্রতি বছর শীতকাল ঘনি়ে এসে রাজধানীতে দূগ্ন বাড়়ে, আকাশ ঢেকে যায় ধোঁয়ায়। কৃষিজমিতে সর্দান বার্নি, পরিবহন ব্যবস্থা, শিল্প দূষণ, আবহাওয়ার পরিবর্তে ও বাতাসের গতি কমে যাওয়ার মতো একাধিক কারণে এই দূষণ নিয়ন্ত্রণে আনা বাববার কঠিন হয়েছে। এবারের পরিস্থিতি তার থেকেও ভঙ্গুর বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। কারণ গত কয়েক

উন্নয়নই তাঁদের একমাত্র অগ্রাধিকার। সেই উন্নয়নকে আরও গতিময় করাই এখন সরকারের লক্ষ্য।প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, বিহারের জনগণ রাজ্যটির প্রগতিশীল ভবিষ্য দেখতে চায় এবং এনডিএ সেই ভবিষ্য নির্মাণের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, বিহারের প্রতিটি নাগরিক, বিশেষ করে যুব সমাজ এবং মহিলারা-এই উন্নয়নযাত্রার মূল চালিকাশক্তি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, জনগণের এই সমর্থন এবং বিশ্বাস আগামী দিনেও বহাল থাকবে।বিহারের রায়কে কেন্দ্র করে দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল যেন নতুন আলোচনায় উদ্ভল, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মোদীর বার্তায় সেই রাজনৈতিক রণপটের কোনও রেশ নেই। বরং তিনি তুলে ধরেছেন দায়িত্ববোধ, উন্নয়নগার্খা এবং মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দৃ় সংকল্প। তাঁর কথায়, এই জয় কোনও দলের নয়, বিহারের মানুষের। এই জয় নতুন ইতিহাস রচনার, নতুন ভবিষ্য নির্মাণের দরজা খুলে দিয়েছে।বিহারের বহুমুখী উন্নয়নকে কেন্দ্র করে মোদীর বার্তা স্পষ্ট করে দেয়, কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিচ্ছেই অগ্রহী। সুশাসনের প্রতিশ্রুতি, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন, সংস্কৃতির পুনরুত্থান-প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তায় যেন বিহারের আগামী দিনের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জয়ের আনন্দের স্রোত নতুন কাজের প্রস্তুতি সৈন একইসঙ্গে শুরু হয়ে গেলে।ফলত, বিহারে এনডিএ-র এই সাফল্য শুধু একটি নির্বাচনী পরিসংখ্যান নয়-এটি একটি নতুন যাত্রার সূচনা। আর সেই যাত্রার নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যিনি বিহারের প্রতিটি মানুষকে উন্নয়নের মূল সঙ্গী করে তুলতে অগ্রহী। তাঁর এই শুভেচ্ছা-বার্তা তাই শুধু অভিনন্দন নয়-এটি এক নতুন প্রতিশ্রুতির প্রতিধ্বনি, বিহারের ভবিষ্যকে নতুন আলোয় আলোকিত করার আহ্বান।

মদিনার কাছে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা-বহু ভারতীয় তীর্থযাত্রীর মৃত্যুশঙ্কা, গভীর শোকপ্রকাশ বিদেশমন্ত্রী



নয়াদিিল্লি, ১৭নভেম্বরঃসৌদি আরবের মদিনার কাছে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় বহু ভারতীয় তীর্থযাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। একটি ডিজেল ট্যাকারের সঙ্গে সরাসরি ধাক্কা লাগতেই মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে যায় পুণ্যার্থীদের নিয়ে যাওয়া বাসটিতে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো বাসজুড়ে, আর তাতেই প্রাণ যায় বহু যাত্রীর। প্রাথমিক খবর অনুযায়ী মৃতদের একতা বা অংশই ভারতের নাগরিক, এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই তেলঙ্গানার হায়দরাবাদ অঞ্চলের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় চিকি কতজন ভারতীয় প্রাণ হারিয়েছেন, তা এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত না হলেও বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হচ্ছে অন্তত ৪২ জন যাত্রী ভারতীয় নাগরিক। স্থানীয় প্রশাসন যেমন মৃতদের উদ্ধার ও শনাক্তকরণের কাজ শুরু করেছে, তেমনই ভারতও রিয়াদ ও জেডডায় অবস্থিত কূটনৈতিক দপ্তরগুলিকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকার্যের পাশাপাশি চলছে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও মৃতদের সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া।ভারতের বিদেশমন্ত্রী এন জয়শঙ্কর এই দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই শোকপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, রিয়াদের ভারতীয় দূতাবাস এবং জেড্ডার কনসুলেট আক্রান্তদের সব রকমের সহায়তা করছে। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় যারা স্বজন হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কাননা করছি। বিদেশমন্ত্রী আরও জানান, সৌদি প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে ভারতীয় দূতাবাস সবদিক থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।উল্লেখ্য, পুণ্যার্থীদের বাসটি মক্কা থেকে মদিনার পথে ছিল। বহু মানুষের স্বপ্ন, বৃহদদিনের ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন নবীর নগরীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই পবিত্র যাত্রা ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে শেষ হতে সোমবার তাদের। ট্যাকারটির সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ এটোই প্রচণ্ড ছিল যে ধাক্কা সামলানোর সুযোগই পাননি যাত্রীরা। আগুন লাগার পর এত দ্রুত বাসটি স্বলে ওঠায় কেউ বেরোনোর সময়ই পাননি বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, দুর্ঘটনার মুহূর্তে যাত্রীরা বেশিরভাগই যুমেের মধ্যে ছিলেন, ফলে প্রতিক্রিয়া জানানোর কিংবা পালানোর সুযোগও হয়নি তাঁদের।মৃতদের মধ্যে বহু মহিলা এবং শিশুও রয়েছে, যা এই ঘটনার ভয়াবহতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে, মৃতদের মধ্যে ২০ জন মহিলা এবং ১১ জন শিশু থাকতে পারেন। স্থানীয় উদ্ধারকারী দল, দমকল কর্মী এবং পুলিশ একযোগে কাজ করেও বহু দেহ প্রায় অচেনা হয়ে যাওয়ার ফলে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। আহতদের মধ্যে কয়েকগনের শারীরিক অবস্থা উদ্বেগজনক। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গুরুতর দক্ষ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।এই দুর্ঘটনার খবর ছায়ে পাতেই ভারতে চিন্তার ঢেউ ছায়ে পা়ে। বিশেষ করে হায়দরাবাদের বিভিন্ন এলাকায় শোকের ঢালা নেমে আসে। বিভিন্ন পরিবার তাদের আপনজনদের খোঁজে মরিয়া হয়ে উঠেছে। বিদেশমন্ত্রকের হেডকোয়ার্টিন চালু করা হয়েছে, যাতে সৌদি আরবে থাকা ভারতীয়দের সম্পর্কে দ্রুত তথ্য পাওয়া যায়। ভারতীয় দূতাবাস নিয়মিত ভাবে যোগাযোগ রেখে আসতে ও মৃতদের পরিচয় নিশ্চিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।পুণ্যার্থীদের ওই বাসটি কীভাবে ট্যাকারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে সৌদি প্রশাসন। রাস্তার পরিস্থিতি, ট্যাকারের গতি, বাসচালকের তপরতা-সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সময় রাস্তাটি অন্ধকার ছিল এবং দুই গাি়ি গতি বেশ বেশি থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে সরকারি রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি।এই দুর্ঘটনার ভয়াবহতা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলেও নাচোে বসেছেন অনেকে। দক্ষিণ ভারত, বিশেষত তেলঙ্গানায় যাদের পরিবার সৌদি আরবে গিয়েছিল ধর্মীয় যাত্রায়, তাঁদের মধ্যে উদ্বেগ চরমে। বহু পরিবার নিজদের আপনজনের নাম মৃতের তালিকায় আছে কি না, সেই খবরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন। আহতদের চিকিৎসার দায়িত্বও পুরোপুরি নিয়েছে সৌদি প্রশাসন, এবং ভারতীয় দূতাবাস আহতদের দ্রুত দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করার চেষ্টায় রয়েছে।মদিনা-মক্কা সাকপথে এ আগেও দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে, কিন্তু এত বড় ধরনের প্রাণহানি সাম্প্রতিক সময়ে দেখা যায়নি। এই দুর্ঘটনা সৌদি আরবে থাকা ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও গভীর শোক ও উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে, কারণ অনেকে প্রতি বছর উমরাহ বা হজের উদ্দেশ্যে এই পথে যাত্রাত্তর করেন। ফলে নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে।ভারতে শোকবার্তায় এবং সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনও পরিস্থিতি নিবিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে বলে জানা যাচ্ছে। বিশেষমন্ত্রক জানিয়েছে, প্রয়াতদের মরদেহ যত দ্রুত সম্ভব ভারতে পাঠানোর চেষ্টা করা হবে, তবে সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় সময় লাগতে পারে।একটি ধর্মীয় যাত্রা যে এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতি ভেঁকে অনবে, তা কেউ ভাবতে পারেননি। স্বজন হারানো পরিবারগুলির জন্য এটি অসহনীয় বেদনার সময়। ভারত-তার কূটনৈতিক মিশনগুলির মাধ্যমে-চেষ্টা করছে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য করার। আহতদের দ্রুত সুস্থতা এবং মৃতদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার স্মৃতি দীর্ঘদিন ধরে বয়ে বেড়াবে বহু ভারতীয় পরিবার।

রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ইউক্রেনে নিহত তিনজন, আহত ১০

কিয়েভ, ১৭ নভেম্বর : পূর্ব ইউক্রেনের শহর বালাক্লিয়াতে রবিবার রাতভর রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এই হামলায় তিনজন নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে তিন কিশোরও রয়েছে। সোমবার শার্কিভ এর আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ এই হামলার কথা জানিয়েছেন।রাশিয়ার শান্তিমত্তবী অঞ্চলের গভর্নর ওলেহ সিনেখুবত জানিয়েছেন, এই হামলায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে। শহরের কেন্দ্রস্থলে বহুতল বাসভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কয়েক ডজন গাড়ি ধ্বংস হয়েছে।বালাক্লিয়ার সামরিক প্রশাসনের প্রধান ভিতালি কারাবানত জানিয়েছেন, আহতদের মধ্যে তিনজন কিশোর রয়েছে। আরও নয়জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।এদিকে, রাশিয়া এখনও আক্রমণের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চার বছর ধরে লড়া য়ুকে, ইউক্রেনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর খার্কিভে নিয়মিতভাবে রাশিয়া ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে, যার ফলে শহরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং বাসিন্দাদের উপর ক্রমাগত বিমান হামলার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উভয় পক্ষই বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার কথা অস্বীকার করেছে, তবে সবচেয়ে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, যাদের বেশিরভাগই ইউক্রেনের। হামলার পর অঞ্চলের কিছু শহর একা এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ইজিয়ামে রাতভর বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হয়।

দিল্লি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত আমিরকে আদালতে পেশ, ১০ দিনের হেফাজতে পেল এনআইএ

নয়াদিিল্লি, ১৭ নভেম্বর : দিল্লিতে গাড়িতে বিস্ফোরণ মামলার তদন্তে বিস্ফোরণ হওয়া গাড়ির চালক উমর উন-নবির মূল সহযোগী ইতিমধ্যেই প্রেক্ষারত করে।জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। গত আমির রাশিদ আলিকে সোমবার দিল্লির পাটিয়ালা হাউস আদালতে পেশ করা হয়। তাকে ১০ দিনের এনআইএ হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।উল্লেখ্য, রবিবারই আমিরকে প্রেক্ষতার করে এনআইএ। তদন্তকারীদের দাবি, উমরকে সাদা রঙের হুডাই আই২০ গাড়িটি জোগাড় করে দিয়েছিল আমিরই। শুধু তা-ই নয়, দেশের বিভিন্ন শহরে ধারাবাহিক বোমা হামলার ছক কষতে উমরকে সাহায্যও করেছিল এই ব্যক্তি। জানা গিয়েছে, বার কয়েক হাতবন্দলের পর শেষবার ‘ঘাতক’ গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল এই আমিরেরই নামে। হরিয়ানার এক ব্যক্তির কাছ থেকে গাড়িটি কিনে উমরের হাতে তুলে দিয়েছিল সে।

দূরন্ত বার্তা

রাশিফল

মেঘঃমেঘ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি পরিপূর্ণতা এবং সম্প্রীতিপূর্ণ দিন হবে। আপনার জীবনে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হবে, যা আপনার আপনার সম্পর্কগুলিকে আরও গভীর করতে সাহায্য করবে।
বৃষঃ আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। আজ অর্থ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সুতরাং লেনদেন করার সময় বা কোনও দস্তাবেজ সই করার সময় আপনার সজাগ থাকা প্রয়োজন। শুভ দিন।
মিথুনঃমিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। সামগ্রিক পরিস্থিতি স্বাভাবিকের চেয়ে একটি বেশি কঠিন হবে। আপনার মনে হতে পারে যে আপনার চারপাশের পরিবেশ অনিশ্চিত, এটি আপনার মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে। রিবারের যোগ হবে আজ।
কর্কট রাশিঃআনন্দেরায়র সফর এবং সামাজিক জন্মোত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। যে কারও কাছ থেকে ঋণ নিয়েছেন তাদের যে কোনও পরিস্থিতিতে ঋণ পরিশোধ করতে হতে পারে।
সিংহঃসিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি চমকায় এনিজ্ঞতা হবে। আপনার ব্যক্তিত্বে এবং এক আকর্ষণ থাকবে যা মানুষকে আকর্ষণ করবে। শুভ দিন
কন্যাঃআপনার বিরাট আস্থা এবং সমাজ কাজের সমন্বৃতি আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ করা এবং সমাজ আনবে।
তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব ভাল দিন হবে। আপনি নতুন উদ্সাহে ভরে উঠবেন, যা আপনাকে জীবনের প্রতি দৃষ্টি উপভোগ করার সুযোগ দেবে। কাজের যোগ হতে পারে।

বৃশ্চিকঃ আপনি খুব আবেগপ্রবণ হবেন- সুতরাং আপন আঘাত পেতে পারেন এমন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকুন। বিবাহের যোগ হবে।
শুনাঃ ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য একটি অনন্য এবং মনোরম অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। আপনি আপনার জীবনে বিস্মৃতি এবং সম্ভাবনার এক অনন্য মিশ্রণ অনুভব করবেন। ব্যবসায় উন্নতি হবে আজ
মকরঃ নিজেকে কিছু খেলাধুলায় নিয়োজিত করুন যেহেতু এটি হল চিরস্থায়ী যৌবনের গোপন কথা। আজ অর্থ হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সুতরাং লেনদেন করার সময় বা কোনও দস্তাবেজ সই করার সময়ে সজাগ থাকুন। জাতিকাদের জন্য কিছু চ্যালেঞ্জে ভরা দিন থাকবে। আপনি আপনার জীবনে অনেক পরিবর্তনের খোঁছাখুঁি হতে পারেন এবং আপনি এখনও এই পরিবর্তনগুলির ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেন। কাজের যোগ মীনঃ কোন সাধু ব্যক্তির আশীর্বাদ নিয়ে শান্তি এবং দৈবতা আপনি আজ ব্যবসায় প্রচুর লাভ অর্জন করতে পারেন। আপনি আজ আপনার বারসায় নতুন উচ্চতা দিতে পারেন। আপনার বন্ধু আপনাকে সন্ধ্যায় কাল করে মধুর স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে। আপনার প্রেমিকার সঙ্গে অস্ট্রী় আচরণ করবেন না। কর্মক্ষেত্রে জিনিসগুলি চমকায় থাকবে বলে মনে হয়।

আবহাওয়া

হাওয়া অফিস বলছে, রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণের কোনও জেলায় আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলায় ভোরের দিকে আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে। দূশমানতা ২০০ মিলিের নামতে পারে। তবে তার জন্য প্রাপ্য সতর্কতা জারি করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। জেলার সব জায়গায় কুয়াশা থাকবে না। দক্ষিণের জেলাগুলিতে সোমবার থেকে ধীরে ধীরে বাড়বে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। পরের চার দিন রাতের তাপমাত্রা ২ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও সোমবার থেকে একই ভাবে রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে।উত্তরবঙ্গের তাম্রাকুলেও দক্ষিণগঙ্গার মতোই আবহাওয়া দক্ষতরের পূর্বাবস্থা, নভেম্বরের শেষভাগ অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে দুই বঙ্গ শীত থাবা বসাতে পারে। পশ্চিমী শীতল হাওয়ার কারণে উত্তরে ও পাহাড়ি অঞ্চলে তাপমাত্রা কমছে। এর ফলেই পাহাড়ি এলাকাগুলিতে সকালে কুয়াশা বাড়ছে। তবে কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

জোয়ার-জোয়ার ০৯টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মিনিট। ভাটা-দুপুর ০২টা ৫৪মিনিট এবং রাত ০১টা ৫০মিনিট। সূর্য:উদয়ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারে এবং সন্ধ্যা হতে পারে।

সিটি অফ জয় ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে প্রেজেন্টেশন দক্ষতা শেখাতে বিশেষ কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডাঙ্ড, ১৭ নভেম্বর : ডাঙড়ের পূর্ব কাঠালিয়ায় সিটি অফ জয় ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে সোমবার অনুষ্ঠিত হল সারাদিনব্যাপী একটি বিশেষ কর্মশালা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্কুল থেকে আসা ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় এই অনুষ্ঠানে। মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের প্রেজেন্টেশন তৈরির কৌশল শেখানো, স্পষ্টভাবে কথা বলার আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং নিজদের ভাবনা সঠিকভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা গড়ে তোলা।

স্কুলের শিক্ষক বুলবুল হোসেন জানান, আজকের দিনে শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, যোগাযোগ রক্ষা, মতামত উপস্থাপন এবং আত্মবিশ্বাস-এই তিনটি বিষয় সমান গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই এমন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বাস্তব জীবনের জন্য আরও প্রস্তুত হতে পারে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন শিস (সৌদার্ন) রেল্‌থ ইমপ্রুভমেন্ট সোসাইটি)-এর ডিরেক্টর ও বন্ধুচূর্ণ এডভোকেট এম. এ. ওয়াহাব, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুদীপ ভট্টাচার্য, শিশুর প্রেসিডেন্ট সাবিদ্রী পাল, কিশোর ভারতী স্কুলের প্রধান শিক্ষক পলাশ গাঙ্গুলি, শিক্ষিকা ইয়াসমিন বানু, শিক্ষক অরবিন্দ মণ্ডল এবং সুইজারল্যান্ডের সমাজসেবী এন্ডে এল হ্যাবেগার। অধ্যাপক সুদীপ ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান যুগে ছাত্রছাত্রীদের সামনে এগোতে হলে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, দলগত কাজের দক্ষতা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা অপরিহার্য। এই কর্মশালা সেই দিকেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই তাঁর মন্তব্য। ডাঙড়ের শিক্ষা উন্নয়ন প্রসঙ্গে এডভোকেট এম. এ. ওয়াহাব বলেন, একসময় ডাঙ্ড

চৌরঙ্গী মোড়ে তারানাথ স্মৃতি সংঘের কার্তিক পূজা, নতুন থিমে সাড়া জাগাচ্ছে প্যান্ডেল

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৭ নভেম্বর : পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত পূর্বস্থলী পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গী মোড়ে অবস্থিত তারানাথ স্মৃতি সংঘ ক্লাবের কার্তিক পূজা এ বছর বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়েছে। দীর্ঘ এক শতকের যাত্রা পেরিয়ে এই পূজা ১০১তম বর্ষে পদার্পণ করল, আর সেই উপলক্ষ্যে ক্লাবের সদস্যরা নিয়েছেন নানান নতুন উদ্যোগ। প্রায় দুই লক্ষ টাকারও বেশি বাজেট গড়ে তোলা হয়েছে এ বছরের পূজার সমগ্র আয়োজন। প্রতিবছরই তারানাথ স্মৃতি সংঘ ক্লাবের অন্যতম আকর্ষণ থাকে তাদের ভাবনা ও থিমের নব্বা। সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এ বছর তারা উপস্থাপন করেছে স্বর্গ তব বোধে-একটি মননশীল ও শিল্পসম্মত থিম, যা দর্শনাধীদের সামনে এক ভিন্ন অনুভূতির দরজা খুলে দেবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্লাবটি প্যান্ডেল সাজসজ্জা ও শিল্পরূপের মাধ্যমে বিশেষ পরিচিতি তৈরি করেছে, আর এ বছরও সেই সৃজনশীলতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পুরো আয়োজনজুড়ে। প্যান্ডেলের প্রতিটি কোণ, আলোকসজ্জার প্রতিটি ছটায় ফুটে উঠেছে থিমের ভাবধারা। ক্লাব সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম, শিল্পীদের সৃজনশীলতা এবং স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় তৈরি

সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের অর্জিতে অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত মমতাবালার!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ নবেম্বর : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্জিতে সাড়া দিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ ও মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর। তিনি ঘোষণা করেছেন, সোমবার দুপুর ১২টায় চলমান এসআইআর-এর প্রতিবাদী অনশন প্রত্যাহার করা হবে। একই সঙ্গে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তিনি এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এসআইআর-এর নামে কোনো অনায়া বরদাস্ত করা হবে না। মতুরালা মনে করছেন এসআইআরের ফলে অনেকের নাম বাদ যেতে পারে। সে কারণেই এর প্রতিবাদে সরব মতুয়ারা। মমতাবালাপন্থী মতুরাা ঠাকুরবাড়িতে বড়মার ঘরের

সামনে আমরণ অনশনে বসেছেন। যদিও একে একে ১৫ জন বিশেষ কাদের করেছিলেন। তবেই অনশন প্রত্যাহার করেছেন। তারে মমতাবালা ঠাকুর-সহ ১০ জন অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরই মাঝে রবিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে যায় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। এরপর রাতেই অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন মমতাবালা ঠাকুর। এদিন রাজ্যসভার সাংসদ তথা মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর বলেন, সোমবার বেলা বাটোর সময় অনশন তুলে নেওয়া হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি পাঠিয়েছেন। তাঁর চিঠিকে সম্মান জানাতে এই সিদ্ধান্ত। এরপর তিনি জানান, অনশন তুলে নেওয়া হচ্ছে

কারণ এবার বৃহত্তর আন্দোলনে তাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশ নবেন। উল্লেখ্য, বাংলায় এসআইআরের সিদ্ধান্ত বিজেপির জন্য কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে দলের মধ্যে বিতর্ক চলছে। আতঙ্কিত মতুরা মহাসংঘের অন্য সংঘাধিপতি শান্তনু ঠাকুরও এই পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, এসআইআরের কারণে কারও নাম বাদ গেলে প্রয়োজনে সিএএ-এর মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে। তবে এই আশ্বাস কার্যত কোনও স্বস্তি দিতে পারেনি। বরং দিন যত গড়াচ্ছে, এসআইআরকে কেন্দ্র করে মতুরাদের মধ্যে আতঙ্ক আরও বাড়ছে, যা ভোটবাজেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

নতুন পডকাস্ট নাগরিক সচেতনতায় নতুন উদ্যোগ বারাসত পুলিশের!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ নবেম্বর : নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নিল বারাসত পুলিশ। প্রতি শুক্রবার বিকেল ৪টায় বারাসত জেলা পুলিশের ফেসবুক পেজে অনুষ্ঠিত হবে পডকাস্ট অনুষ্ঠান ‘ যেখানে প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন সাধারণ মানুষ। অনুষ্ঠানে উত্তর দেবেন পুলিশ কর্মকর্তারা। শনিবার বারাসত জেলা পুলিশের অফিসিয়াল পেজে এই খবর জানিয়েছেন পুলিশ সুপার প্রতীক্ষা ঝাড়ঘড়িয়া। সমাজমাধ্যমে বারাবরই সক্রিয় বারাসত জেলা পুলিশ। প্রতারণা-সহ নানা অপরাধ শুধু নয়, বারাসতের কাপীপুজো, অশোকনগরের জগদ্ধাত্রী পুজো সশেতেই পুলিশ আধিকারিকেরা

ফেসবুক লাইভে আমজনতার সঙ্গে সরাসরি কথা বলেনতো। তাদের সুবিধা-অসুবিধা জানতে চেয়েছেন। গত ১৪ নভেম্বর শিশুদিবসে লিশ সুপার নিজে অতিথি হিসাবে বারাসতের একটি বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন এক পডকাস্টে। সেখানে আলোচনা হয় পকসে, সাইবার বুলিং, অনলাইন গকসে, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, রোড সেফটি এবং স্মার্ট পুলিশিং নিয়ে। এই সব বিষয়ে পড়ুয়াদের যাবতীয় সুরক্ষা নিয়ে সেখানে পুলিশ সুপার। ইতিমধ্যেই সেই ভিডিওর ভিউ প্রায় ৫০ হাজার! সঙ্গে কয়েকশো শেয়ার ও কমেণ্ট। তাতেই এবার নিয়মিত পডকাস্টের সিদ্ধান্ত। জানা গেছে,

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় বারিপাড়া স্টেশনের পুনর্নির্মাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ নবেম্বর : স্টেশনগুলিকে উন্নীত করার জন্য অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ভবিষ্য-প্রস্তুত উন্নয়নের জন্য ভারতীয় রেলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার প্রতীক। ভারতীয় রেল কেবল মানুষ পরিবহন করছে না, এটি একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি স্টেশনের জন্য বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে এবং প্রতিটি স্টেশনের চাহিদার উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে কাজ করা হচ্ছে। লক্ষ্য হল স্টেশনগুলিকে আরও পরিষ্কার, আরও আরামদায়ক এবং পর্যবেক্ষণ সহজ করে তোলা। এই প্রকল্পের আওতায় দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের ৭২টি স্টেশন তৈরি করা হবে। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার খড়গপুর বিভাগের আওতায় থাকা



সম্পর্কে নানা পূর্বধারণা থাকলেও আজ সেই চিত্র বদলে গেছে। গ্রামের ছাত্রছাত্রীরা যে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সঙ্গে প্রেজেন্টেশন করেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিজ্ঞান, পরিবেশ, প্রযুক্তি থেকে শুরু করে রাজনীতি-প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা নিজদের মত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে। কর্মশালাজুড়ে জুড়ে ছিল ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছাস, সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং শিক্ষকদের নিবেদন। সিটি অফ জয় ইন্টারন্যাশনাল স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভবিষ্যতেও এই ধরনের প্রশিক্ষণমূলক উদ্যোগ চালিয়ে যাওয়া হবে। স্কুলের শিক্ষক বুলবুল হোসেন আরও জানান, বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পারকরম্যাশ দেখিয়েছে-এশি ইসলাম (কিশোর ভারতী স্কুল), শ্রেয়সী মণ্ডল (হাওয়ার্ড মেমোরিয়াল স্কুল), মাহদি হাসান (এম. এস. একাডেমি), আনজুম ফারহাদ (পরসপত্তা মিশন) এবং সোহান মোল্লা (শিস শিশু বিকাশ একাডেমি)। তাদের এই সাফল্য সকলের কাছে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

কলকাতার ভূগর্ভস্থ জলে সংকটের ইঙ্গিত, শুরু হচ্ছে নতুন সমীক্ষা

অনিকেত নন্দর, ১৭ নভেম্বর : কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং কোথায় জলস্তর বিপজ্জনকভাবে নেমে যাচ্ছে-তার সঠিক চিত্র জানতে বড় উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। বহু বছর ধরে ব্যবহৃত তথ্য আর বর্তমান প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক নয় বলে মনে করছে জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তর। তাই পশ্চিমবঙ্গ ভূগর্ভস্থ জল সম্পদ (ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুযায়ী নতুন করে সমীক্ষা শুরু করা হবে। দপ্তরের এক শীর্ষকর্তার মতে, পাইপলাইনের জলের সরবরাহ বালেও বহু আবাসন, ছোট ব্যবসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নির্মাণ সংস্থা এখনও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাম্পের উপর নির্ভরশীল। পাশাপাশি বহু এলাকায় আজও টিউবওয়েলই জল তোলার প্রধান ভরসা। ফলে কোন অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলতোলার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আছে আর কোথায় তা মারাত্মক পর্যায়ে-তা বোঝার জন্য এই সমীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ুর পরিবর্তন ও ক্রত বাড়তে থাকা জনসংখ্যার চাপে দেশের বহু শহর জলের তীব্র সংকটে পড়েছে। সেই পরিস্থিতিতে কলকাতার জন্য এই নতুন সমীক্ষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূ পদক্ষেপ। ইএম বাইপাস লাগোয়া মুকুন্দপুর ও আনন্দপুরে গত কয়েক বছরে অসংখ্য আবাসন তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, নির্মাণের সময় পুরোনো টিউবওয়েল দিয়েই জলতোলা শুরু হয় এবং পরে উচ্চক্ষমতার পাম্প বসানো হয়। এতে ভূগর্ভস্থ জলস্তর ক্রত নেমে যাচ্ছে। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় তুলনামূলকভাবে জলতোলার পরিমাণ কম হলেও বাতি জনসংখ্যা ও অবিরাম নির্মাণচাপ জলস্তরে প্রভাব ফেলেছে। আসন্ন সমীক্ষায় প্রত্যেক এলাকার বর্তমান জলব্যবহারের তথ্য সংগ্রহ, সব টিউবওয়েলের অবস্থান যাচাই, এবং গত পাঁচ বছর ধরে কোথায় কীভাবে জলস্তর পরিবর্তিত হয়েছে-তার বিস্তারিত মানচিত্র তৈরি হবে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে শিল্প, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বাড়ি, নির্মাণ সংস্থা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহারের জন্য নতুন গাইডলাইন তৈরি করবে সরকার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক তড়িৎ রায়চৌধুরীর মতে, কলকাতার বহু এলাকায় জলস্তর অস্বাভাবিক ক্রত নিচে নেমে যাচ্ছে। বৃষ্টির জলে জলাধারের যে পুনর্ভরিত হওয়ার কথা, বাস্তবে জলতোলার হার তার বহু গুণ বেশি। জলস্তর শুকিয়ে গেলে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা সরাসরি জলপানের মাধ্যমে মানুষের শরীরে ঢুকে নানা রোগের জন্ম দিতে পারে। অনেকেই এখনো ফিল্টার ছাড়াই ভূগর্ভস্থ জল পান

শীতের সাময়িক বিরতি-সোম সকালেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়লো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : শীতের সাময়িক বিরতি। সোমবার সকালে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা বাড়লো। পূবালি হাওয়ার কারণে এমন ছ দশপনেন বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর। আগামী কয়েকদিনও এই আবহাওয়া বজায় থাকতে পারে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই শীতপ্রেমীরা কিছুটা মন খারাপ অনুভব করছেন। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে একটি ঘূর্ণবর্ত। দক্ষিণবঙ্গে ক্রমশ কমবে পশ্চিম শীতল হাওয়ার প্রভাব। পরিবর্তে পূবালি বাতাস বইবে। তার টানে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পও ঢুকবে। দক্ষিণবঙ্গে সোম থেকে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বাবে। পারদ চালেও রাতে ও ভোরে শীতের আমেজ বজায় থাকবে। এবারে শীত যেন একটু আগেই ঢুকে পাচ্ছে শহুরে কলকাতায় বেশে মনোরম আবহাওয়া ছিল। শীতের আমেজও শহরে ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছিল। সোমবার থেকে হাওয়া বদল শুরু হয়েছে। মঙ্গলবারের মধ্যে কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা ১৯-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে থাকতে পারে। তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশাও ঘন হবে। জেলাগুলিতে সকালের দিকে ঘন কুয়াশা দেখা দেবে, আর বেলার দিকে উষ্ণতার সঙ্গে আর্দ্রতা থেকে অস্বস্তিও তৈরি হবে।

এসআইআর কার্যক্রমে আতঙ্ক, হাকিমপুর সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের পথে অনুপ্রবেশকারীরা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ নবেম্বর : কেউ ভারতে রয়েছেন পাঁচ বছর, কেউ দুই বছর, আবার কেউ অনেক বেশি সময় ধরে। তবু তাঁদের সবার পরিচিত অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। বিএসএফের নজর এড়িয়ে বাংলাদেশ থেকে ঢুকছিলেন তারা, তারপর দেশে পাকাপাকিভাবে থাকার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় এসআইআর। রাজ্যজুড়ে এসআইআর চালু হতেই অনুপ্রবেশকারীদের বাংলা ছাড়ার হিড়িক শুরু হয়। ফলে সীমান্তবর্তী এলাকার বিভিন্ন বসতি প্রতিদিন ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। বাংলাজুড়ে চলছে এসআইআর অর্থাৎ ভোটার তালিকা ঝাড়াই-বাড়াই ভুলো ও মৃত ভোটারের নাম বাদ দিয়ে নতুন তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। তবে নির্বাচন কমিশনের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, যাদের ২০০২ সালের ভোটার লিস্ট নাম রয়েছে, বা পরিবারের কারও নাম রয়েছে, তাঁদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। এই এসআইআর স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত গত কয়েকবছরে বাংলাদেশ থেকে অবৈধ



উপায়ে ভারতে আসা বাংলাদেশিরা। কারণ, ভুলো আখার কার্ড, ভোটার কার্ড তৈরি করলেও ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের বা পরিবারের কার্ডও নাম নেই। ফলে বাংলাদেশে ফিরতেই হবে বলে ধরে নিয়েছেন অনেকেই। সেই কারণেই অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বাংলাছাড়ার হিড়িকা প্রসঙ্গত, বসিরহাট মহকুমার বিখারী-হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপুর চেকপোস্ট দিয়ে গত কয়েকদিনে শত শত মানুষ

বাবা-মার নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নেই-এসআইআর আতঙ্কে দমদমে আত্মহত্যা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, দমদম, ১৭ নভেম্বর : ফের এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে আত্মহত্যার ঘটনা। এবার উত্তর ২৪ পরগনার দমদমে এমন ঘটনা ঘটেছে। মারের নাম বৈদ্যনাথ হাজরা। তিনি দক্ষিণ দমদম পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড, আব্রাহন গুহ রোডের বাসিন্দা। পরিবার দাবি করেছে, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম না থাকার আতঙ্কে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। পরিবারের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বৈদ্যনাথ হাজরার নাম ছিল না। তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই চিন্তিত ছিলেন তিনি। সেই চিন্তা বেয়েছিল, ২০০২ সালের তালিকায় বৈদ্যনাথের বাবা-মায়ের নামও না থাকায়, এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। তাঁর স্ত্রী দাবি, এসআইআর নিয়ে চিন্তা করে বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। রবিবার গভীর রাতেই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, রবিবার রাত ২টোর একটি পরেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান বৈদ্যনাথ, সেই সময়ে মোবাইল ফোনেও নেননি তিনি। ঘর থেকে বেরেনার সিটিটিভি ক্যুনেজ রয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবার। কিন্তু মোবাইল ফোন না নেওয়ায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা

যাচ্ছিল না। এর পরে পুলিশের কাছে যান বৈদ্যনাথের স্ত্রী। এরই মধ্যে সোমবার ভোরে দমদমের আরএন গুহ রোডের কাছেই একটি গাছ থেকে বৈদ্যনাথের কুলস্ক দেহ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে নাগেরবাজার থানায় খবর যায়। পুলিশ ওই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের স্ত্রী জ্যন্তী হাজরার অভিযোগ, এসআইআর নিয়ে প্রবল আতঙ্কে ছিলেন তাঁর স্বামী বৈদ্যনাথ হাজরা। এই ঘটনার পিছনে সেই আতঙ্কেই দায়ী করেছেন তিনি। ওই দম্পতিতে ২ সন্তান, বড় ছেলে সব কলেজের প্রথম বর্ষে পড়াতেন। করছেন, মেয়ে পঞ্চম শ্রেণির চুট্টায়। ঘটনার কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর ছোটবেলার বন্ধু রাজু সাহা। তাঁর অভিযোগ, ‘ নিজে খুব চিন্তায় ছিল। আমি বলেছিলাম তোর কিছু হবে না। আমার ছোটবেলার বন্ধু। এখানেই ছোট থেকে বড় হয়েছে আমরা। ওর স্ত্রী বলতো খুব চিন্তায় রয়েছে, খায় না, ঘুমোয় না।’ বিধাননগর পুরনিগমের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধু নগরও আতঙ্কে বাসিঙলা ও ব্যবসারী সুকুমার ঘোষ (৪৫) আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ।



করেন, ফলে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক। রায়চৌধুরীর মতে, জলস্তর নামা আটকানো ছাড়া শহরের ভবিষ্য সুরক্ষিত করা কঠিন। অন্যদিকে পরিবেশবিজ্ঞানী অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় মনে করিয়ে দিয়েছেন, লাগাতার নির্মাণচাপ এবং নিষাম না মেনে নির্মাণের ফলে শহরের প্রাকৃতিক জলচক্র ভেঙে পড়ছে। তাঁর মতে, রেইনওয়াটার হার্ডেস্টিং বাধ্যতামূলক না করলে এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য জল ব্যবহার ক্রত চালু না হলে আগামী দশ বছরে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। দপ্তরের আধিকারিকদের আশা, এই সমীক্ষা সম্পূর্ণ হলে স্পষ্ট বোঝা যাবে কোন অঞ্চলে অবিলম্বে ভূগর্ভস্থ জলতোলা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এবং কোথায় বিকল্প জলের উস ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত। শহরের দীর্ঘমেয়াদি জলসংরক্ষণের জন্য এটি ভবিষ্য পরিকল্পনার ভিত্তিপ্তস্তর হিসেবে কাজ করবে। কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ (পরিবেশ) স্বপ্নন সমাদ্দার জানিয়েছেন, জলের অপচয় বন্ধে নিয়মিত প্রচার চলছে। সপ্নান সমাদ্দার জানিয়েছেন, জলের অপচয় বন্ধে নিয়মিত প্রচার চলছে। সপ্নান সমাদ্দার জানিয়েছেন, জলের অপচয় বন্ধে সন্তাব্য সব উদ্যোগ নেবে পুরসভা। রাজ্যের পরিবেশবিজ্ঞানীরা এবং পুরসভা-উদ্যেয়ের মত, ক্রত পদক্ষেপই পারে কলকাতাকে আগামী দিনের জলের সংকট থেকে রক্ষা করতে। এই নতুন সমীক্ষা তাই শুধু তথ্য সংগ্রহের কাজ নয়, বরং শহরের ভবিষ্য জলনিরাপত্তার অন্যতম ভিত্তি হতে চলেছে।

কলকাতার প্রাইভেট বাস চলাচলে স্বস্তির হাওয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : কলকাতার রাস্তায় প্রাইভেট বাস চালাচল নিয়ে বহুদিন ধরেই জট তৈরি হয়েছিল। সেই জট অবশেষে কাটল আদালতের রায়ে। এদিন হাই কোর্ট জানিয়ে দিল-গাড়ির বয়স নয়, তার স্বাস্থ্যই নির্ধারণ করবে রাস্তায় নামার যোগ্যতা। ফলে দীর্ঘদিন ধরে বসে থাকা বা বয়সসীমার কারণে বাতিল হওয়া বহু বাস আবার ফিরে আসতে পারবে রাস্তায়। স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বাসমালিকরা, কেননা বহুদিন ধরেই তাঁরা দাবি করে আসছিলেন যে শুধু বয়স দেখে যানবাহন বাতিল করা উচিত নয়। সরকার এবং পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকেও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সরকারের যুক্তি, এক ধাক্কায় পুরনো সমস্ত বাস তুলে দিলে শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থায় ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে রোজ লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাইভেট বাসে যাতায়াত করেন। তাই বিপ্লব ভাবনা ছাড়া বয়সসীমার নামে বা ধরনের কাটছাট করলে সমস্যা বাড়বে। পাশাপাশি পরিবেশের দিকটাও গুরুত্বপূর্ণ। দূষণ কমাতে এবং যানবাহনের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ জরুরি। তাই আদালত ও দপ্তরের আলোচনার ভিত্তিতেই তৈরি হয় নতুন নির্দেশিকা। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বছরে দু’বার বাসের ফিটনেস পরীক্ষা করানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই ফিটনেস টেস্টে পাশ করলেই কোনও বাস রাস্তায় নামার অনুমতি পাবে। একইভাবে, বছরে দু’বার করতে হবে দৃশ্যমাত্রা পরীক্ষা। অর্থাৎ, গাড়ির ইঞ্জিন ও মেকানিক্যাল অবস্থা ঠিক আছে কি না, সেটাই হবে প্রধান সিদ্ধান্তমূলক বিষয়। এতে যেমন পরিবেশ রক্ষা হবে, তেমনই নিশ্চিত থাকবে যাত্রী নিরাপত্তা। বাসমালিকদের বিভিন্ন সংগঠন বহুদিন ধরেই জানিয়ে আসছিল, বয়স দেখে নয়, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেই গারি যোগ্যতা নির্ধারণ হোক। তাদের বক্তব্য, কোভিডের সময় প্রায় দু’বছর বাস পরিষেবা বন্ধ ছিল, ফলে অনেক বাস ব্যবহার না হওয়ায় নিক্তিয় হয়ে পাে। কিন্তু বয়স তো থেমে থাকেনি। ফলে বহু গাড়ি অকার্যে বাতিলের তালিকায় চলে যাচ্ছিল। তাই বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন ছিল।

সিটি সাবার্বান বাস সার্ভিসেস-এর সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা বলেন, বয়সসীমা থাকল না-এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় স্বস্তি। যেসব বাস বয়সের কারণে বসে গিয়েছিল, সেগুলো ফের রাস্তায় ফিরতে পারবে। সারা বাংলা বাস-মিনিবাস পরিষেবা সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায়-এর মন্তব্য, আমরা চাইছিলাম বয়স নয়, স্বাস্থ্যই হোক মূল ইস্যু। পরিবহণ দফতর উদ্যোগী হয়েছে, আদালতের নির্দেশকে আমরা স্বাগত জানাই। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিভিকিটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কোভিডের সময় দু’বছরের বেশি সময় বাস চলেনি। অথচ সেই সময়টাকেও বয়স হিসেবে ধরা হচ্ছিল। এখন বয়সসীমা উঠে যাওয়ায় সত্যিই আমরা খুশি। এখন প্রশ্ন একটাই-আদালতের নির্দেশ মেনে কত ক্রত ফিটনেস পরীক্ষা সম্পন্ন করা যাবে এবং কতটা কার্যকরভাবে তা বাস্তবায়িত হবে। তবে আপাতত এই সিদ্ধান্ত শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে স্বস্তি দিয়েছে। পুরনো বাস বাতিল না হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ফের চলাচলের অনুমতি পাওয়ায় যাত্রীদেরও ভরসা বাড়বে। কলকাতার রাস্তায় স্থিতি ফিরবে, আর পরিষেবা থাকবে সুরক্ষিত-এই আশাই করছে রাজ্য প্রশাসন ও পরিবহণ মহলা।

বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের দুটি ভোটের এপিক কার্ডের হদিশ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুর, ১৭ নভেম্বর : এবার এস আই আর আবার দীর্ঘদিনের প্রাচীন বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যানের নামে দু’টি এপিক নম্বর উঠে এল। আর এই কাভ সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ালে কলকাতা। এস আই আর আবহে জোর রাজনৈতিক তরঙ্গ শুরু হয়েছে এলাকায়। পুরসভার চার বারের চেয়ারম্যান বসুমূল কুমারের শক্তি রায় চৌধুরী। অভিযোগ, তাঁর নামেই দু’টি এপিক কার্ড রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এস আই আর-এর কাছে কমিশনে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগও নেন।এ ব্যাপারে বারুইপুর পুরসভার চেয়ারম্যান শক্তি রায়চৌধুরী বলেন, বিজেপি অনেক কিছুই করতে পারে। কেন্দ্রে ওরা আছে ক্ষমতায়। আমার নামে দু’টো কেন, চারটে এপিক কার্ডও ছাপিয়ে রাশতে পারে। কিন্তু আমার কাহে যে এটি কেন,আজ,তার সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের বিএলও যে ফর্ম দিয়েছেন, তা মিলে গিয়েছে। তা হলে দু’টো কার্ড কী ভাবে তৈরি হলো, সেটাই বুঝতে পারছি না। আমার কাছে তো একটাই ফর্ম এসেছে। তৃণমূলের বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার সভাপতি তথা বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৌভেন কোমার দাস বলেন,এতে পুরসভার চেয়ারম্যান বা তৃণমূলের কোনও দোষ নেই। এটি সম্পূর্ণ ভাবে নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি। তারাই কি করা যায় দেখুক।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে ওটিপি চাওয়া হয় না



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী সহ ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কোনও কাজেই কখনও ব্যবহারকারীর কাছ ওটিপি চাওয়া হয় না বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। তাই এধরনের কাজের জন্য কমিশনের কিংবা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর কোনও মোবাইল নম্বরে কখনও ওটিপি চাইলে তা নিঃসন্দেহে প্রভারণার চেষ্টা বলে ধরে নিতে হবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সম্প্রতি কয়েকটি তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি বাড়ছে। সেই কারণেই নির্বাচন কমিশন সতর্কবার্তা জারি করে জানিয়ে দিয়েছে, নাম নথিভূক্তকরণ, নাম সংশোধন, চিহ্ননা বদল, কিংবা অন্য কোনও পরিষেবার ক্ষেত্রেও কমিশন কখনও ওটিপি চেয়ে থাকে না।

নিঠারি হত্যাকাণ্ড ও অন্তঃসারশূন্য বিচার ব্যবস্থা

কাঞ্চন বসু ঃ প্রথমেই যে কথাটা বলতে চাই, নয়ভার যে বাংলাদেশিতে বাইশ জন মহিলা ও নাবালিকাদের ২০০৫ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে নৃশংস ভাবে হতাকাণ্ড চালানো হয়েছিল বলে সাধারণ মানুষ ও পুলিশ সন্দেহ করেছিলেনো সেই বাংলোর মালিক মনিন্দর সিং পাক্কে প্রমাণের অভাবে সিবিআই আদালত থেকে বেকসুর খালাস হয়ে যায়। সেই মনিন্দর সিং পাক্কে-র কাজের লোক সুরি ন্দর কোলি সিবিআইয়ের কাছে বয়ান দিয়েছিল, সে নিজে মহিলা ও নাবালিকাদের ধর্ষন, খুন ও তাঁদের শরীরের মাংস ভক্ষণ করেছিলো এবং বাংলোর পিছনে প্রশস্ত ড্রেনে এক কয়েকজনকে গর্ত করে মাটি চাপা দিয়েছিলো। তাকে সিবিআই কোর্ট মৃত্যুদন্ডের রায় দিয়েছিল। পুলিশ, সিবিআই উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করতে না পারায় প্রায় দু’ দশক পরে সুরিন্দর কোলিও সূপ্রিম কোর্টের রায়ে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। এই রায়দানের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থা কেবল প্রশ্রিচ্ছের সম্মুখীন হল তা নয়, বিচারব্যবস্থার এই অস্তঃসারশূন্যতা দেখিয়ে দিল। বিচারব্যবস্থায় খুন ধরেছে এটা সহজ্জই ক্রয়াক্ষম করা যায়। ঘটনাটি শুরু হয়েছিল ২০০৫ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে। নয়ভার বহু ভাষাভাষি শ্রমজীবী এলাকা থেকে প্রায়ই বাঙালি ও অন্যান্য প্রদেশের মহিলা ও নাবালিকাদের রহস্যজনক ভাবে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এলাকার থানাতে অভিযোগ করলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছিল না। বেশ কয়েকটি ঘটনার পর সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরা উচ্চপদস্থ

পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপরই স্থানীয় পুলিশ নড়েচড়ে বসে। পুলিশ সুরি ন্দর কোলির সাথে ঘটনার যোগসূত্র খুঁজে পায়। এবং সুরি ন্দর কোলি ও তার মালিকের বাসস্থানের পিছনের নালায় ও মাটিতে পোঁতা অবস্থায় বাইশটি ছিন্নভিন্ন লাশের সন্ধান পায়। এরমধ্যে সতেরজনই নাবালিকা। পুলিশ সুরিন্দর কোলি ও তার মালিককে আটক করে। পরবর্তীতে সুরিন্দর কোলি সিবিআইয়ের কাছে বয়ান দেয় সে একাই এতগুলি হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী, যেটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ছিল। অথচ এর ফলে বাংলোর মালিক মনিন্দর সিং পাক্কে এই হত্যাকাণ্ড থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। সুরিন্দর কোলিকে সিবিআই কোর্ট মৃত্যুদন্ড প্রদান করে। এই মৃত্যুদন্ডের বিরুদ্ধে সুরিন্দর কোলি সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করে। পুলিশ ও সিবিআই’ সুরিন্দর কোলির বিরুদ্ধে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ দাখিল করতে ব্যর্থ হয়। প্রমাণভাবে মনিন্দর সিং পাক্কে-র মতো সুরিন্দর কোলিও সূপ্রিম কোর্টের রায়ে বেকসুর খালাস হয়ে গেল। এই নৃশংসতম ঘটনার ভূক্তভোগী শ্রমজীবী মানুযেরা স্বভাবতই প্রশ্ন তুলছেন তাঁরা নিতান্ত গরীব ও প্রত্যন্ত শ্রেণীর মানুষ হওয়াতেই কি সরকারি পুলিশ ও সিবিআই ঘটনাটির যথার্থ অনুসন্ধান করেনি?এটাও প্রমাণ হয়নি যে দুরবর্তী কোন স্থান থেকে এই ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ গুলিকে কেউ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় একটি বিশেষ বাড়ির পিছনে ফেলে গিয়েছে। সেটা সম্ভবও ছিলনা। তা ছাড়া সুরিন্দর

মেক্সিকোর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যুবসমাজ

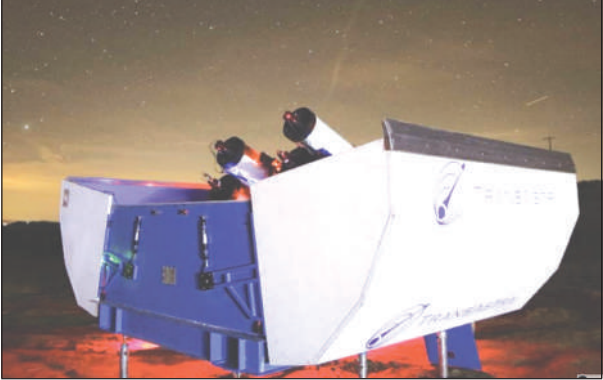
বিশেষ প্রতিনিধি, ১৭ নভেম্বর : আবার জেন জি আন্দোলনের কথা শোনা গেল এবার দক্ষিণ আমেরিকার দেশ মেক্সিকো। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ব্যাপক দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ আগেই ছিল। তার উপর শহরের মেয়র খুনের ঘটনায় সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠল সেই দেশেরই যুবসমাজ। জানা গিয়েছে, গত শনিবার মেক্সিকোর বিভিন্ন শহরে পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখায় মেক্সিকোর তরুণ-তরুণীরা। হামলা চলে প্রেসিডেন্টের বাসভবনে। পুলিশের সঙ্গে সন্দর্ঘে আহত হয়েছেন শতাধিক আন্দোলনকারী। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউমের বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি চিনপশু। তাঁর গোটা দেশে রাজভক্তা চরম আকার নিয়েছে। তার

উপর রয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার। থিকি থিকি জ্বলতে থাকা আগুন চরম আকার নেয় ১ নভেম্বর উরুগুয়ানের মেয়র কার্লোস মানাজো খুনের পর দেশের নাগরিকদের সমস্যা সমাধানে একাধিক পদক্ষেপ করেছিলেন সরকার। অভিযোগ, সরকারের বিরোধিতা করার জেরে খুন হতে হয়েছে তাঁকে। এই ঘটনার পরই ফুঁসে ওঠে মেক্সিকোর যুবসমাজ। শনিবার প্রেসিডেন্টের বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে জেন জি বিক্ষোভকারীরা। স্লোগান তোলেন, সরকার কার্লোসকে হত্যা করেছে।’এই বিক্ষোভ থামাতে মাঠে নামে পুলিশ। লাঠিচার্জ ও কাদানে গ্যাসের পালটা পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে বিক্ষোভকারীরা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

ক্যালিফোর্নিয়ার এক সংস্থা গ্রহাণু,মহাকাশ বর্জ্যকে ‘বেঁধে’ রাখার পরিকল্পনা করেছে

মহাবিশ্বে বর্তমানে ঘটনার তুফান ছুঁচ্ছে। দেখা যাচ্ছে কখনও পৃথিবীর কান ঘেঁষে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে গ্রহাণু। কখনও আবার ধুমকেতুর লেজ ছুঁয়ে যায় নীলগ্রহকে। সেসবের বিপদও অনেক বড় বিপদ বলে বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন। এবার ক্যালিফোর্নিয়ার এক সংস্থা গ্রহাণু এবং একাধিক মহাকাশ বর্জ্যকে ‘বেঁধে রাখার পরিকল্পনা করেছে। সঙ্গী নাসা ও ইউএস স্পেস ফোর্স। তার জন্য নয়া প্রযুক্তিও খুঁজে বের করেছেন তাঁরা। এই উদ্যোগ মহাকাশের যানজট কমাতে যেমন সাহায্য করবে, তেমনিই গ্রহাণুর টুকরো হাতে পাওয়ায় তা নিয়ে গবেষণাও সহজ হবে। এছাড়া সেখান থেকে যথাযথ পদ্ধতিতে বননকাজ করে মূল্যবান সব ধাতুও সংগ্রহ করা সম্ভব। এমনই জানিয়েছেন গবেষকরা। ঠিক কী করতে চাইছে ক্যালিফোর্নিয়ার সংস্থা ট্রান্স-অ্যাস্ট্রা? বলা হচ্ছে, মহাকাশে ভাসিয়ে দেওয়া হবে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি কোনো একটা বড়সড় ব্যাণ। তা ভাসতে ভাসতে মহাকাশের বর্জ্য বণ্ডি করবে। বিশেষত পৃথিবীর গ্রহাণুর টুকরোকে বাণে এনে পৃথিবীতে ফেরানোই মূল লক্ষ্য। সেখান থেকে যথাযথ পদ্ধতিতে খনন করে পাওয়া ধাতব পদার্থের সংকট মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে। ব্যাগটির দারণ ক্ষমতা ১০ হাজার টন গ্রহাণুর শৃংখাংশ। সব কাজ চিকমত হলে ২০২৮ সাল থেকে এই সংগৃহীত গ্রহাণু থেকে মূল্যবান পদার্থ বের করার কাজ শুরু হবে বলে জানা যাচ্ছে ট্রান্স-অ্যাস্ট্রা সূত্রে। এর জন্য তাদের তরফে ১২ মিলিয়ন ও নাসা ১৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে। এর নেপথ্যে প্রযুক্তি কী? তাও পরিশদে জানিয়েছে নির্মাণ সংস্থা। ‘ এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে তা পরিস্থিতি সাপেক্ষে নিজেকে সংকুচিত-প্রসারিত করতে পারে। কোনও গ্রহাণু বা মহাকাশের কোনও বর্জ্য আশেপাশে আম্যামণ



অবস্থায় থাকলে ‘ ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে ওই বস্তকে ঝুলিতে টেনে নেবে। তারপর আবার সংকুচিত হয়ে যাবে। তাতে ওই বস্তুটি বণ্ডিত অবস্থায় থেকে যাবে তার মতোই। তবে এই কাজে কিছুটা বুদ্ধি আছে। মহাকাশে ভাসমান যে কোনও বস্তকে টেনে নেওয়ার আগে বড়সড় হতে হবে, তা বিপজ্জনক হবে কি না। যেমন কোনও স্যাটেলাইটের ডেটো পড়া অশ্ব খসে পড়ার আগে শুন্যে ভেসে বেড়ায়। তবে তা বিপজ্জনক বর্জ্য। তাই ট্রান্স-অ্যাস্ট্রার তৈরি ‘ তার জায়গা হবে না। যদিও বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এই পদ্ধতিতে মহাকাশের অধিকাংশ বর্জ্য সাফ হওয়া সম্ভব।

বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে জেফ বেজোসের সংস্থাই মাস্কের বডসড প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রথম অভিযান ধাক্কা পেয়েছিল আবহাওয়ার জন্য। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর বার্থতার আঁচ ধরতে পারে নি। মঙ্গল অভিযানে সফল রকেট উক্ষেপণ করে মার্কিন শিল্পপতি জেফ বেজোসের সংস্থা ব্লু অরিজিন। প্রথমত, এই প্রথম নাসা বেসরকারি উদ্যোগে মঙ্গল অভিযান করছে। দ্বিতীয়ত, যে ভারী রকেটটি জোড়া মহাকাশযান নিয়ে লালগ্রহের উদ্দেশে রওনা হয়েছে, তা পুরনো। বিভিন্ন উপায়ে যন্ত্র নিয়ে তাকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়েছে। এতে খরচও সাশ্রয় হবে। আর এখানেই বেসরকারি মহাকাশ অভিযানে এলন মাস্কের সংস্থা স্পেস এক্সকে টেকা দিচ্ছে বেজোসের সংস্থা। বলা হচ্ছে, রকেটকে এভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পারলে অনেক কম খরচে মহাকাশ অভিযান সম্ভব।১৩ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাবেলার থেকে



ব্লু অরিজিনের নিউ গ্লেন বৃষ্টির রকেটটির সফল উক্ষেপণ করা হয়। শুধু তাই নয়, নিজের কাজ মেরে মিনিটের মধ্যেই সে সফলভাবে ফিরেও আসে। এটালান্টিক মহাসাগরের জ্যাকলিনে অবতরণ করে ৬২০ ফুট দীর্ঘ রকেটটি। ব্লু অরিজিন সূত্রে খবর,

এই রকেটটি তৈরি হয়েছে যাতে অন্তত ২৫ বার ব্যবহার করা যেতে পারে। বেসরকারি উদ্যোগে মহাকাশ গবেষণা এবং অভিযানে ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার অতি জরুরি। তাতে বায়ভার কমবে। কিন্তু চাইলেই কি আর রকেটকে পুনর্ব্যবহার করে

পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি সেনাপ্রধান দ্বিবেদীর

বিশেষ সংবাদদাতা, ইসলামাবাদ, ১৭ নভেম্বর : পাকিস্তানের প্রতি ফের কড়া বার্তা দিলেন ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সোমবার এক অনুষ্ঠানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, পাকিস্তান এখনও জঙ্গি পাঠিয়ে সীমান্তে নাশকতা ঘটানোর চেষ্টা করছে। আর সেই কারণেই ভারতীয় সেনা সুরিন্দর প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হচ্ছে। জেনারেল দ্বিবেদী বলেন, পাকিস্তান যখনই জঙ্গি কার্যকলাপ উক্ষে দেয়, তখন সেটাই ভারতের জন্য প্রধান উদ্বেগ হয়ে দাঁড়ায়। দেশ উন্নতি ও শান্তির পথে এগোতে চাইছে, কিন্তু পাকিস্তানের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যাঘাত সেই পথ থেকে সরিয়ে দেয়। তাই জঙ্গি ও তাদের বিরুদ্ধেই সেনা কঠোর পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। সেনাপ্রধানের কথায়, ‘ কোনও হুমকির বার্তাও আসে, আমরা জানি কাকে এবং কীভাবে তার জবাব দিতে হবে।’ তাঁর সাফ মন্তব্য, সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাস ছানোর প্রবণতা এখনও বন্ধ হয়নি।

লন্ডনের নদীতে পা খুয়ে বিতর্কে ভারতীয় যুবক

লন্ডন, ১৭ নভেম্বর : টেমস নদীতে পা খুয়ে বিতর্কের মুখে পড়লেন ভারতীয় যুবক। ডব্রীল হওয়া এক ভিডিওয় দেখা গিয়েছে তাঁকে। এমনও জানা যাচ্ছে, নদীর জলে কেবল পা ষোয়াই নয়, স্নানও করেন তিনি। লন্ডনের বিখ্যাত নদী টেমস। শহরের হৃদয় দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শহরে আসা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ এই নদী। লন্ডন আই, টাওয়ার ব্রিজের মতোই এখানে এলে টেমস না দেখে ফিরে যাওয়ার কথা ভারতেই পারেন না তাঁরা। ওই ভারতীয় যুবকও সেটাই করেন। কিন্তু তিনি কেবল টেমস দেখেই ক্ষান্ত নেননি। সেখানে পাও খুয়ে ফেলেন। একজন নেটিভের লিখছেন, ‘পা ধুও না ভাই। ওরা এই জল খাচ্ছে, প্লিজ পা ধুও না।’ আরেকজন লিখেছেন, ‘এটা তো বুঝতেই পারছি না, নদীতে পা ষোওয়ার অর্থ কী?’ কেউ আবার প্রশ্ন তুলছেন, ওই জলে পা ষোওয়া কি নেআইনি! পাশাপাশি এই প্রশ্নও তোলা হয়েছে, গঙ্গা-যমুনা ফেলে টেমসে পা ষোওয়ার কী অর্থ।

ফাঁকা ফ্ল্যাট আর এক মুহূর্তের আতঙ্কে শেষ হল শিশুর জীবন

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : গুরুগ্রামের সেক্টর ৬২-র শান্ত, সুশৃঙ্খল আবাসনে শনিবার বিকেলের ব্যস্ততা মুহূর্তে পরিণত হল আতঙ্কে। পাওনিয়ার প্রেসিডিয়া হাউজিং সোসাইটির বাসিন্দা মাত্র পাঁচ বছরের রুদ্র তেজ সিং ২৬ তলার ব্যালকনি থেকে পড়ে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান। এ এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যটনা, যা আবাসনের প্রত্যেককে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ প্রতিদিনের মতোই খেলাধুলো করে বাড়ি ফিরছিল রুদ্র। তার সঙ্গে ছিলেন গৃহ পরিচারকা। লিফট থেকে নেমে ছুটে নিজের ফ্ল্যাটের ভিতরে ঢুকেই, ঊর্টো-লক সিস্টেম থাকা দরজায় স্টান বন্ধ হয়ে যায়। পরিচারক দরজা ঠেলে খোলার চেষ্টা করেন, বারবার কড়া নাড়েন, ডাকাডাকি করেন-কিন্তু কোনও লাভ হয় না। ভিতর থেকে বন্ধ দরজা বাইরের কেউ খোলার উপায় নেই। ঠিক সেই সময় ফ্ল্যাটে রুদ্রর বাবা বা মা কেউই ছিলেন না। বাবা প্রকাশ চন্দ্র শেখার নির্মাণ ব্যবসায়ী, আর মা একজন চিকিৎসক। দু’জনেই বাইরে ছিলেন, ফলে ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ ফাঁকা। একা আটকে পড়ে আতঙ্কে কাদতে শুরু করে ছোট রুদ্র। তার কান্নার আওয়াজ বাইরে থেকে শুনতে পেলেও পরিচারক কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে পারেননি। ঘাবড়ে গিয়ে রুদ্র দৌড়ে যায় ব্যালকনির দিকে। হাফতো সে ভেবেছিল বাইরে গিয়ে কাউকে ডেকে সাহায্য চাইবে। বারাদায় গিয়ে সে উঠে দাঁড়ায় কাপড় শুকানোর জন্য লাগানো ধাতব রডের উপরে। আতঙ্কিত অবস্থায় সে চিকিার করে সাহায্য চাইতে থাকে। কিন্তু সেখানেই ঘটে সর্বনাশ। ভারসাম্য হারিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ফসকে যায় ছোট শরীরা। ২৬ তলার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া উচ্চতা থেকে নিচে পড়ে যায় রুদ্র তেজ সিং। পুরো আবাসনে তখন হাহাকার। বাসিন্দারা নিচে ছুটে যান, পরিচারক অসহায় চোখে চোে থাকেন, আর কিছুক্ষণ পরেই খবর যায় রুদ্রর বাবা-মায়ের কাছে। চিকিৎসক মা আর নির্মাণ ব্যবসায়ী বাবার চোয়ের সামনে ডেড়ে পড়ে তাঁদের একমাত্র সন্তানের ভবিষ্য। এই দৃষ্টান্ন একাধিক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে-উচ্চ ভবনের ব্যালকনির নিরাপত্তা কতটা যথাযথ? ফ্ল্যাটে ঊর্টো-লক সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও কি ভিতরে শিশু একা থাকলে আলাদা সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়? পরিচারক বা পরিচারিকার উপস্থিতি থাকলেও তাঁরা বাইরে আটকে পড়লে এমন বিপদ যে ঘটতে পারে, তা আগেভাগে কীভাবে ঠেকানো যায়? রুদ্রর মৃত্যু শুধুই একটি সত্যকথা ট্রাজেডি যায়, এটি প্রতিটি উচ্চ-আবাসনের বাসিন্দাদের জন্য সতর্কবার্তা। প্রকৃতি যত উন্নতই হোক, এক মুহূর্তের ক্রটি বা অব্যবধানতা যে কেমন ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনতে পারে, গুরুগ্রামের সেক্টর ৬২ সেই বেদনা আজ তীব্রভাবে অনুভব করছে।

মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন-সহ দক্ষিণী তারকাদের বাড়িতে বোমার হুমকি

১৭ নভেম্বর : তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের বাড়িসহ দক্ষিণী চলচ্চিত্র জগতের একাধিক জনপিয় তারকার বাসভবনে বোমা থাকার হুমকি ইমেল থিরে রীতিমতো তোলপাড় রাজ্যে। রবিবার রাতে তামিলনাড়ু ডিজিপুর অফিসে একটি ইমেল আসে, যেখানে দাবি করা হয়-স্ট্যালিন, অজিত কুমার, অরবিন্দ স্মানী ও খুশবু বাড়িতে বোমা রাখা হচ্ছে। মুহূর্তে সতর্ক হয়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসন। ইমেল পাওয়ার পরই চারটি টিকানায় পাঠানো হয় বশ স্কোয়াড। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি অভিযান। বাড়ির প্রতিটি কোণ, ছাদ থেকে গ্যারাজ-কোনো জায়গা বাদ রাখা হয়নি। তবে শেষ পর্যন্ত কোথাও কোনও সন্দেহজনক বস্তু পাওনি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি একটি ভুয়ো ইমেল, যা কেউ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই পাঠিয়েছে। উৎসসূত্র খুঁজে বের করতে ইতিমধ্যেই সাইবার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে পুলিশ। ইমেলাটি কোন ডিভাইস বা লোকেশন থেকে পাঠানো হয়েছে, তা ব্যতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, একই ব্যক্তি বা চক্র এর আগেও এমন হুমকি পাঠিয়ে থাকতে পারে। প্রসঙ্গত, এটি নতুন ঘটনা নয়। গত সপ্তাহেই চেন্নাইয়ের ইঞ্জামবাক্কে অতীতের অজিত কুমারের বাড়িতে বোমা রাখা রয়েছে বলে একটি হুমকি ইমেল আসে। সেবারও পুলিশের তল্লাশিতে কিছুই মেলেনি। অভিনেতা অরুণ বিজয় এবং সুপ্রকার ইলাইয়ারাজার স্টুডিওতেও গত কয়েক মাসে একাধিকবার একই ধরনের হুমকি এসেছে। এইবার ষোদ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনকেও নিশানা করার আরও বেশি চাক্ষুষ তৈরি হয়েছে তামিলনাড়ু জুড়ে। কে বা কারা এমন আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে, তা জানতে তৎপর তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

আমেরিকার সঙ্গে বৃহ এলপিজি আমদানি চুক্তির পথে ভারত

১৭ নভেম্বর : ভারত-মার্কিন বাণিজ্য সম্পর্কে দীর্ঘদিনের সূচনা হতে চলেছে। এবার আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ ‘পেট্রোলিয়াম গ্যাস’ আমদানির লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো বৃহ বাণিজ্য চুক্তির দ্বারপ্রস্ত্রে পৌঁছেছে ভারত। এই চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৬ সাল থেকে দেশের মোট বার্ষিক এলপিজি আমদানির অন্তত ১০ শতাংশ আসবে মার্কিন উপসাগরীয় উপকূল থেকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী জানান, এলপিজি আমদানিতে বৈচিত্র আনাই সরকারের মূল লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক বাজারে দামের উর্ধগতির মাঝেও ভারতের রপ্তান্যাত তেল সংস্থাগুলি যাতে গ্রাহকদের জন্য সস্তায় মূল্যে গ্যাস সরবরাহ করতে পারে, সেদিকেই নজর দেওয়া হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় মাত্র ৫০০-৫৫০ টাকায় সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় এই দাম অনেক কম। সরকারের পক্ষে থেকে এজন্য ৪০,০০০ কোটি টাকার ভর্তুকি দেওয়া হয়। নতুন বাণিজ্য স্তি চূড়ান্ত করতে বিপিসিএল, আইওসি ও এইচসিপিএল-এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধি দল বর্তমানে আমেরিকায় রয়েছে। মাদশ্ট বেলভিউ বেসম্কারের অধীনে আমদানি প্রক্রিয়া চালু হবে বলে কেন্দ্রের অফেে জানা গিয়েছে। মার্কিন তেল উপাদানকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরেই ভারত-মার্কিন সম্পর্ক বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বেশ টানাপড়নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে রুশ তেল কেনা নিয়ে আর্পণ্ডি এবং বিভিন্ন পণ্যে উচ্চ শুল্ক আরোপের ফলে সেই সম্পর্ক আরও সংকটজনক হয়। তবে বর্তমানে দৃষ্ট শেে নতুন আশ্বা নিয়ে বাণিজ্যিক আলোচনায় এগিয়েছে। সুতরাং খবর, নয়া বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে, এবং শীঘ্রই একটি বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পন্ন হতে পারে। এলপিজি আমদানি বাড়ানোর ফলে সিলিন্ডারের বাজারদর কমে কি? হরদীপ সিং পুরী ব্যাখ্যা- এই চুক্তির প্রাথমিক লক্ষ্য মূল্য কমানো নয়, বরং আমদানির উৎস বিস্তৃত করা।

মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর, ২০২৫

১৬

NAME CHANGE

I, Mamata Jaiswara D/o Raju Jaiswara aged about 25 Years, resident of 22/2/ H/26, K.C.Road, P.S. Cossipore, Kolkata-700002,have embraced Islam on 10/11/2025 and adopted the new name Neha Aashiya. Mamata Jaiswara and Neha Aashiya are one and the same person. by virtue of an affidavit sworn before the 1st Class Magistrate at Alipore.

NAME CHANGE

I, Nandita Chakrabarty (Old Name) W/o Tapas Chakrabarty Residing at Duhiha, 6D, East Sinithee Lane, P.O - Ghughudanga, District - Kolkata, Pin - 700030, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Nandita Sen Chakrabarty (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-11-2025. Nandita Chakrabarty (Old Name) and Nandita Sen Chakrabarty (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Reba Mistri (Old Name) W/o Late Nagenandray Mistry Residing at Vill - Tridibnagar, P.o - Jharkhali Bazar, District - South 24 Parganas, Pin - 743312, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Reba Mistry (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-11-2025. Reba Mistry (Old Name) and Reba Mistry (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, JAINUR BIBI W/o Md. Naimuddin, Do Late Abdul Sattar residing atKankarni Chandrichi, Kakramari, Suti-II, Murshidabad, Pin-742223, do hereby solemnly affirm & declare my actual name JAINUR BIBI instead of JAHANARA BEGUMand which is wrongly written in my PAN Card No. DKRPB4434H and voter card No. ZS72531275 and my husband's actual name Md. Naimuddin instead of Md. Naimuddin Biswas, which was wrongly recorded in my Aadhaar Card No. 3785 0401 2213 and one Kolkata gazette notification, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore dated 17/11/2025. JAINUR BIBI and JAHANARA BEGUM both are same and one identical person. Md. Naimuddin and Md. Naimuddin Biswas both are same and one identical person. That my actual name is JAINUR BIBI WIFE OF MD.NAIMUDDIN

NAME CHANGE

I, Aynal Haque (Old Name) S/O–Habibul Sk residing at Vill-Khordikipara , PO–Jibanpur , PS-Ranitala, Murshidabad, West Bengal 742135 do hereby declared that I have changed my name from Aynal Haque to Ainal Hoque and henceforth I shall be known as Ainal Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/11/2025. My name Ainal Hoque & Aynal Haque both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Raimohan Bala, my father's (Old Name) Brojen Bala, resident of Parbatdianga , Habibpur, Malda , West Bengal 742138 do hereby declared that I have changed my father's name from Brojen Bala to Brojendra Nath Bala and henceforth my father's shall be known as Brojendra Nath Bala (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/11/2025. My father's name Brojendra Nath Bala & Brojen Bala both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Delsaid Sk (Old Name) S/O–Rahim Sekh resident of Balaipara , Khairati , Sagardighi , Murshidabad, West Bengal 742226 do hereby declared that I have changed my name from Delsaid Sk to Delsaid Sekh and henceforth I shall be known as Delsaid Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/11/2025. My name Delsaid Sekh & Delsaid Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jyotsna Bibi Mondal (Old Name) W/O–Dukhu Mandal residing at Vill–Enayetpur , PO–Sadikhandir , PS–Jalangi , Murshidabad, West Bengal 742303 do hereby declared that I have changed my name from Jyotsna Bibi Mondal to Josna Bibi and henceforth I shall be known as Josna Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/11/2025. My name Josna Bibi & Jyotsna Bibi Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Plarun Bibi (Old Name) W/O–Masuddin Sk residing at Vill-Belaipara , PO–Khairati , PS–Sagardighi , Murshidabad, West Bengal 742226 do hereby declared that I have changed my name from Plarun Bibi to Pyarun Bibi and henceforth I shall be known as Pyarun Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/11/2025. My name Pyarun Bibi & Plarun Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Uttam Dulai (Old Name) S/O–Hababul Dolui residing at Vill-Bagachhtra , PO–Benipur , PS-Kandi, Murshidabad, West Bengal 742140 do hereby declared that I have changed my name from Uttam Dulai to Uttam Dolui and henceforth I shall be known as Uttam Dolui (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/11/2025. My name Uttam Dolui & Uttam Dulai both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Safikul Islam (Old Name) S/O–Late Abdul Khali Mandal residing at Vill-Charpara , PO–Muktarpur , PS-Karimpur , Nadia, West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Safikul Islam to Safikul Islam Mandal and henceforth I shall be known as Safikul Islam Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/11/2025. My name Safikul Islam Mandal & Safikul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Saheba Bibi (Old Name) W/O–Sahabuddin Sk residing at Janna , Mahalandi , Kandi, Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Saheba Bibi to Sairabanu Bibi and henceforth I shall be known as Sairabanu Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 17/11/2025. Myname Sairabanu Bibi & Saheba Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Aboo Salim Mohammad Abdul Hai (Old name) S/o-Mahbubur Rahaman, Resident at, Vill-Raninagar, Po-Diar Rannagar, Ps-Ragnunathgari, Dist-Murshidabad, 742227, West Bengal, I have changed my name AS A S M Abdul Hai (New name) I shall be known as A S M Abdul Hai vide affidavit no. 05AC437199 before the Notary at Berhampore on 15/11/2025 A S M Abdul Hai & Aboo Salim Mohammad Abdul Hai same and one identical person.

